জীবন ও পরিচর্যা সভার জন্য অধ্যয়ন পুস্তিকা-র রেফারেন্স

সেপ্টেম্বর ৬-১২

ঈশ্বরের বাক্যের গুপ্তধন | দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩-৩৪

"যিহোবার 'অনন্তস্থায়ী বাহুযুগলে' আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করুন"

***অন্তর্দৃষ্টি*-২ ৫১, ইংরেজি**
যিশুরূণ

ইজরায়েল জাতির জন্য এক সম্মানজনক উপাধি। গ্রিক *সেপ্টুয়াজিন্ট*-এ "যিশুরূণ" শব্দটাকে "প্রিয়" হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে আর এভাবে স্নেহ প্রকাশ করা হয়েছে। এই উপাধি নিশ্চয়ই ইজরায়েলকে মনে করিয়ে দিত যে, তারা যিহোবার চুক্তির লোক আর তাই তাদের অবশ্যই ঈশ্বরের সঠিক মান বজায় রাখতে হবে/ঈশ্বরের মান অনুযায়ী শুচি থাকতে হবে। (দ্বিতীয় ৩৩:৫, ২৬; যিশা ৪৪:২)

***প্রহরীদুর্গ* ১১ ১০/১৫ ২৬-২৭ অনু. ১৮**
"সমস্ত সান্ত্বনার ঈশ্বর" যিহোবার ওপর নির্ভর করুন

১৮ জোরালো ও হৃদয়গ্রাহী গানের কথাগুলোর মধ্যে, মোশি ইস্রায়েলের লোকেদের এই আশ্বাস দিয়েছিলেন: "যিনি আদিকালের ঈশ্বর তিনিই তোমার আশ্রয়; তাঁর চিরকালের হাতে তিনিই তোমাকে ধরে আছেন।" (দ্বিতীয়. ৩৩:২৭, *বাংলা কমন ল্যাঙ্গুয়েজ ভারসন*) পরবর্তী সময়ে, ভাববাদী শমূয়েল ইস্রায়েলীয়দেরকে বলেছিলেন: "সদাপ্রভুর পশ্চাৎ হইতে সরিয়া যাইও না, সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সদাপ্রভুর সেবা কর। . . . সদাপ্রভু আপন মহানামের গুণে আপন প্রজাদিগকে ত্যাগ করিবেন না।" (১ শমূ. ১২:২০-২২) যতদিন পর্যন্ত আমরা সত্য উপাসনায় যিহোবার প্রতি আসক্ত থাকব, ততদিন পর্যন্ত তিনি আমাদের কখনো পরিত্যাগ করবেন না। তিনি সবসময় আমাদেরকে প্রয়োজনীয় সমর্থন জোগাবেন।

***প্রহরীদুর্গ* ১১ ৯/১৫ ১৯-২০ অনু. ১৬**
ধৈর্যপূর্বক ধাবনক্ষেত্রে দৌড়ান

১৬ অব্রাহামের মতো, মোশিও তার জীবনকালে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাগুলোর পরিপূর্ণতা দেখেননি। ইস্রায়েলীয়রা যখন প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল, তখন মোশিকে বলা হয়েছিল: "তুমি আপনার সম্মুখে দেশ দেখিবে, কিন্তু আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে যে দেশ দিতেছি, তথায় প্রবেশ করিতে পাইবে না।" এর কারণ ছিল যে, এর আগে তিনি ও হারোণ লোকেদের বিদ্রোহের কারণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে "মরীবা জলের নিকটে . . . ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে [ঈশ্বরের] বিরুদ্ধে সত্যলঙ্ঘন" করেছিলেন। (দ্বিতীয়. ৩২:৫১, ৫২) মোশি কি হতাশ অথবা অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছিলেন? না। তিনি লোকেদের আশীর্বাদ করার পর এই কথাগুলো বলে শেষ করেছিলেন: "হে ইস্রায়েল! ধন্য তুমি, তোমার তুল্য কে? তুমি সদাপ্রভু কর্ত্তৃক নিস্তারপ্রাপ্ত জাতি, তিনি তোমার সাহায্যের ঢাল, তোমার ঔৎকর্ষের খড়্গ।"—দ্বিতীয়. ৩৩:২৯.

আধ্যাত্মিক রত্ন

***প্রহরীদুর্গ* ১৫ ২/১৫ ৬ অনু. ৬**
মোশি

৬ *তাঁর মনোভাব।* পৃথিবীতে আসার আগে যিশুর যে-জীবন ছিল, সেই সম্বন্ধে আমরা যিহূদা বই থেকে জানতে পারি। **(পড়ুন, যিহূদা ৯.)** প্রধান স্বর্গদূত মীখায়েল অর্থাৎ যিশু "মোশির দেহের বিষয়ে দিয়াবলের সহিত বাদানুবাদ করিলেন।" মোশি মারা যাওয়ার পর, যিহোবা তার দেহ এমন জায়গায় রেখেছিলেন, যাতে কোনো মানুষ তা খুঁজে না পায়। (দ্বিতীয়. ৩৪:৫, ৬) দিয়াবল হয়তো মিথ্যা উপাসনার জন্য মোশির দেহ

ব্যবহার করার ব্যাপারে ইস্রায়েলীয়দের প্রলোভন দেখাতে চেয়েছিল। দিয়াবল যে-মন্দ বিষয় করার চেষ্টাই করুক না কেন, মীখায়েল সাহসের সঙ্গে তাকে বাধা দিয়েছিলেন। একটা তথ্যগ্রন্থ বলে, "বাদানুবাদ" শব্দটাকে "এক বৈধ বাদানুবাদ" হিসেবেও বর্ণনা করা যেতে পারে। এ ছাড়া, এই শব্দ এও নির্দেশ করতে পারে যে, "মোশির দেহ নিয়ে যাওয়ার 'অধিকার দিয়াবলের আছে কি না,' সেই ব্যাপারে মীখায়েল 'প্রশ্ন তুলেছিলেন।'" তবে, প্রধান স্বর্গদূত জানতেন, তাঁর ক্ষমতা সীমিত। তাই তিনি সর্বমহান বিচারক যিহোবার কাছে এই বিষয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন, এক-মাত্র যাঁরই শয়তানকে বিচার করার অধিকার রয়েছে। যিশু কী এক নম্র মনোভাবই-না দেখিয়ে-ছিলেন!

সেপ্টেম্বর ১৩-১৯

ঈশ্বরের বাক্যের গুপ্তধন | যিহোশূয়ের পুস্তক ১-২

"যেভাবে আপনার পথকে সফল করা যায়"

প্রহরীদুর্গ ১৩ ১/১৫ ৮ অনু. ৭
সাহস করুন—যিহোবা আপনার সহবর্তী!

৭ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করার জন্য আমাদের যে-সাহসের প্রয়োজন, তা অর্জন করার জন্য আমাদের অবশ্যই তাঁর বাক্য অধ্যয়ন করতে এবং কাজে লাগাতে হবে। যিহোশূয়কে সেই সময় এটাই করতে বলা হয়েছিল, যখন তিনি মোশির উত্তরসূরি হয়ে উঠেছিলেন: "তুমি . . . বলবান হও ও অতিশয় সাহস কর; আমার দাস মোশি তোমাকে যে ব্যবস্থা আদেশ করিয়াছে, তুমি সেই সমস্ত ব্যবস্থা যত্নপূর্ব্বক পালন কর; . . . তোমার মুখ হইতে এই ব্যবস্থাপুস্তক বিচলিত না হউক; তন্মধ্যে যাহা যাহা লিখিত আছে, যত্নপূর্ব্বক সেই সকলের অনুযায়ী কর্ম্ম করণার্থে তুমি দিবারাত্র তাহা ধ্যান কর; কেননা তাহা করিলে তোমার শুভগতি হইবে ও তুমি বুদ্ধিপূর্ব্বক চলিবে।" (যিহো. ১:৭, ৮) যিহোশূয় সেই পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেছিলেন এবং 'তাহার শুভগতি হইয়া-ছিল' বা তিনি সফল হয়েছিলেন। আমরাও যদি তা-ই করি, তাহলে আমরা প্রচুর সাহস অর্জন করতে এবং ঈশ্বরের সেবায় সফল হতে পারব।

প্রহরীদুর্গ ১৩ ১/১৫ ১১ অনু. ২০
সাহস করুন—যিহোবা আপনার সহবর্তী!

২০ এই মন্দ এবং অশান্ত জগতে আমাদের ওপর আসা বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্যে ঈশ্বরীয় পথ অনু-ধাবন করা অনেক কঠিন। কিন্তু, আমরা একা নই। ঈশ্বর আমাদের সহবর্তী। মণ্ডলীর মস্তক তাঁর পুত্রও আমাদের সহবর্তী। এ ছাড়া, আমাদের সহদাস ৭০,০০,০০০-রও বেশি যিহোবার সাক্ষি আমাদের সঙ্গে রয়েছে। তাদের সঙ্গে আসুন আমরাও বিশ্বাস দেখিয়ে এবং সুসমাচার প্রচার করে চলি ও সেইসঙ্গে ২০১৩ সালের এই বার্ষিক শাস্ত্রপদ মনে রাখি: 'তুমি বলবান হও ও সাহস কর, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সহবর্ত্তী।' —যিহো. ১:৯.

আধ্যাত্মিক রত্ন

প্রহরীদুর্গ ০৪ ১২/১ ৯ অনু. ১
যিহোশূয়ের পুস্তকের প্রধান বিষয়গুলো

২:৪, ৫—রাহব কেন রাজার লোকেদের ভুল তথ্য দেন, যারা গুপ্তচরদের খুঁজছিল? রাহব নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গুপ্তচরদের রক্ষা করেন কারণ তিনি যিহোবার প্রতি বিশ্বাস গড়ে তুলেছেন। তাই, গুপ্তচররা কোথায় রয়েছে, সেই বিষয়ে ওই লোকেদের খবরাখবর দিতে তিনি বাধ্য নন, যারা ঈশ্বরের লোকেদের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। (মথি ৭:৬; ২১:২৩-২৭; যোহন ৭:

৩-১০) বস্তুত, রাহব "কর্ম্মহেতু ধার্ম্মিক গণিতা" হয়েছিলেন, যে-কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল রাজার দূতদের ভুল তথ্য দেওয়া।—যাকোব ২:২৪-২৬.

সেপ্টেম্বর ২০-২৬

ঈশ্বরের বাক্যের গুপ্তধন | যিহোশূয়ের পুস্তক ৩-৫

"বিশ্বাসের কাজগুলোর উপর যিহোবা আশীর্বাদ করেন"

বাইবেলের গল্প **৪৫ অনু. ১-৩**
যর্দন নদী পার হওয়া

দেখো, দেখো! ইস্রায়েলীয়রা যর্দন নদী পার হচ্ছে! কিন্তু, নদীর জল কোথায় গেল? বছরের এই সময়টায় যেহেতু প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, তাই মাত্র কয়েক মিনিট আগেও এই নদী কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। কিন্তু এখন, সব জল উধাও হয়ে গিয়েছে! আর ইস্রায়েলীয়রা শুকনো ভূমির ওপর দিয়ে পার হচ্ছে, যেমনটা তারা সূফসাগর পার হয়েছিল! সমস্ত জল কোথায় গেল? এসো দেখা যাক।

যখন ইস্রায়েলীয়দের যর্দন নদী পার হওয়ার সময় এসেছিল, তখন যিহোবা যিহোশূয়কে লোকেদের এই কথা বলতে বলেন: 'যাজকরা নিয়ম-সিন্দুক বয়ে নিয়ে আমাদের সকলের আগে যাবে। তারা যখন যর্দন নদীর জলে তাদের পা দেবে, তখন জলের প্রবাহ থেমে যাবে।'

তাই, যাজকরা নিয়ম-সিন্দুক তুলে নিয়ে লোকেদের আগে আগে বয়ে নিয়ে যায়। তারা যখন যর্দন নদীর পারে আসে, তখন যাজকরা জলের মধ্যে পা দেয়। সেই জল অনেক গভীর আর তা প্রচণ্ড গতিতে বইছে। কিন্তু, তাদের পা যখনই সেই জলকে স্পর্শ করে, তখনই জলের প্রবাহ থেমে যায়! এটা এক অলৌকিক কাজ! যিহোবা ওপর থেকে আসা জলের স্রোতকে আটকে দিয়েছেন। তাই, অল্পসময়ের মধ্যেই নদীতে আর জল থাকে না!

প্রহরীদুর্গ **১৩ ৯/১৫ ১৬ অনু. ১৭**
যিহোবার অনুস্মারকগুলোকে আপনার চিত্তের হর্ষজনক করে তুলুন

১৭ বিশ্বাসের কাজগুলো কীভাবে আমাদেরকে যিহোবার ওপর নির্ভরতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে? ইস্রায়েলের প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করার শাস্ত্রীয় বিবরণ বিবেচনা করে দেখুন। যিহোবা যাজকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন তারা যর্দন নদীর মধ্যে দিয়ে নিয়ম সিন্দুক বহন করে নিয়ে যায়। কিন্তু, লোকেরা যখন নদীর কাছে এগিয়ে যায়, তখন তারা দেখে যে, বসন্তকালীন বৃষ্টির কারণে নদীর জল প্লাবিত হয়ে পড়েছে। ইস্রায়েলীয়রা কী করবে? প্লাবনের জল কমে না যাওয়া পর্যন্ত কি নদীর তীরে শিবির স্থাপন করে কয়েক সপ্তাহ কিংবা তারও বেশি সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে? না, তারা যিহোবার ওপর পূর্ণ নির্ভরতা রেখেছিল এবং তাঁর নির্দেশনা পালন করেছিল। ফল কী হয়েছিল? বিবরণ বলে: "সাক্ষ্য-সিন্দুক বহনকারী পুরোহিতেরা যর্দনের কাছে পৌঁছাবার পর যেই তাঁরা জলে পা দিলেন অমনি . . . জলের স্রোত থেমে গেল। . . . যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত ইস্রায়েলীয় যর্দন নদী পার না হল ততক্ষণ পর্যন্ত . . . পুরোহিতেরা যর্দন নদীতে শুকনা মাটির উপর দাঁড়িয়ে রইলেন।" (যিহো. ৩:১২-১৭, *বাংলা কমন ল্যাঙ্গুয়েজ ভারসন*) কল্পনা করে দেখুন যে, জলের প্রচণ্ড গতি থেমে যেতে দেখে তারা নিশ্চয়ই কত আনন্দিতই না হয়েছিল! সত্যিই, যিহোবার ওপর ইস্রায়েলীয়দের বিশ্বাস শক্তিশালী হয়েছিল কারণ তারা তাঁর নির্দেশনাগুলোর ওপর নির্ভর করেছিল।

প্রহরীদুর্গ ১৩ ৯/১৫ ১৬ অনু. ১৮
যিহোবার অনুস্মারকগুলোকে আপনার চিত্তের হর্ষজনক করে তুলুন

১৮ এটা ঠিক যে, বর্তমানে যিহোবা তাঁর লোকেদের জন্য এইরকম অলৌকিক কাজ করেন না কিন্তু তিনি তাদের বিশ্বাসের কাজের জন্য আশীর্বাদ করেন। ঈশ্বরের সক্রিয় শক্তি তাদেরকে পৃথিবীব্যাপী রাজ্যের বার্তা প্রচার করার দায়িত্ব পালন করার জন্য শক্তি প্রদান করে। আর যিহোবার সর্বপ্রধান সাক্ষি, পুনরুত্থিত খ্রিস্ট যিশু তাঁর শিষ্যদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তিনি তাদেরকে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে সমর্থন করবেন: "অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; . . . আমিই যুগান্ত পর্য্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।" (মথি ২৮: ১৯, ২০) আগে লজ্জা অথবা ভয় পেত এমন অনেক সাক্ষি ব্যক্তিগতভাবে এই প্রমাণ পেয়েছে যে, ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা তাদেরকে ক্ষেত্রের পরিচর্যায় অপরিচিত লোকেদের সঙ্গে কথা বলার জন্য সাহস প্রদান করেছে।—***পড়ুন, গীতসংহিতা ১১৯:৪৬; ২ করিন্থীয় ৪:৭.***

আধ্যাত্মিক রত্ন

প্রহরীদুর্গ ০৪ ১২/১ ৯ অনু. ২
যিহোশূয়ের পুস্তকের প্রধান বিষয়গুলো

৫:১৪, ১৫—"সদাপ্রভুর সৈন্যের অধ্যক্ষ" কে? প্রতিজ্ঞাত দেশ জয় করতে শুরু করার সময় যে-অধ্যক্ষ যিহোশূয়কে শক্তিশালী করতে আসেন, তিনি সম্ভবত "বাক্য"—মনুষ্যপূর্ব অস্তিতের সময় যিশু খ্রিস্ট—ছাড়া আর কেউই নন। (যোহন ১:১; দানিয়েল ১০:১৩) এই আশ্বাস পাওয়া কতই না শক্তিশালী যে, আজকে ঈশ্বরের লোকেরা আধ্যাত্মিক যুদ্ধে রত থাকার সময় গৌরবান্বিত যিশু খ্রিস্ট তাদের সঙ্গে আছেন!

সেপ্টেম্বর ২৭-অক্টোবর ৩

ঈশ্বরের বাক্যের গুপ্তধন | যিহোশূয়ের পুস্তক ৬-৭

"নিষ্ফল বিষয়গুলো থেকে সরে আসুন"

প্রহরীদুর্গ ১০ ৪/১৫ ২০ অনু. ৫
অলীক বিষয়গুলো থেকে আপনার চোখ সরিয়ে নিন!

৫ এই ঘটনার কয়েক-শো বছর পর, ইস্রায়েলের আখন যখন হস্তগত যিরীহো নগরের কিছু দ্রব্য 'দেখিয়াছিলেন,' তখন তিনি সেগুলো চুরি করেছিলেন। ঈশ্বর সেই নগরের সমস্ত দ্রব্য ধ্বংস করে দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন, তবে শুধু সেই দ্রব্যগুলো ছাড়া, যেগুলো যিহোবার ভাণ্ডারে দেওয়া হবে। ইস্রায়েলীয়দের এই সতর্কবাণী দেওয়া হয়েছিল: "সেই বর্জ্জিত দ্রব্য হইতে আপনাদিগকে সাবধানে রক্ষা করিও," নতুবা তাদের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠার আশঙ্কা থাকতে পারে আর তারা সেই নগরের কিছু দ্রব্য নিয়ে নিতে পারে। আখন যখন অবাধ্য হয়েছিলেন, তখন ইস্রায়েলের লোকেরা অয় নগরের কাছে পরাজিত হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে অনেকে মারা গিয়েছিল। ধরা না পড়া পর্যন্ত আখন তার চুরির কথা স্বীকার করেননি। দ্রব্যগুলো 'আমি দেখিয়া,' আখন বলেন, সেগুলো "লোভে পড়িয়া হরণ করিয়াছি।" তার চক্ষুর অভিলাষ তার নিজের ও সেইসঙ্গে 'তাহার যাহা কিছু ছিল, সমস্তরই' ধ্বংস নিয়ে এসেছিল। (যিহো. ৬:১৮, ১৯; ৭:১-২৬) আখন সেই বিষয়ের জন্য লালসা করেছিলেন, যেগুলো তার জন্য নিষিদ্ধ ছিল।

প্রহরীদুর্গ ৯৭ ৮/১৫ ২৮ অনু. ২
যা মন্দ তা প্রকাশ করবেন কেন?

অপরাধ প্রকাশ করার একটি কারণ হল যে এটি মণ্ডলীর পরিচ্ছন্নতা সংরক্ষণ করার জন্য কাজ

করে। যিহোবা হলেন একজন পরিচ্ছন্ন ঈশ্বর, এক-জন পবিত্র ঈশ্বর। তিনি চান যারা তাকে উপাসনা করে তারা সকলে যেন আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক-ভাবে পরিচ্ছন্ন থাকে। তাঁর অনুপ্রাণিত বাক্য পরামর্শ দেয়: "আজ্ঞাবহতার সন্তান বলিয়া তোমরা তোমা-দের পূর্ব্বকার অজ্ঞানতাকালের অভিলাষের অনুরূপ হইও না, কিন্তু যিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, সেই পবিত্রতমের ন্যায় আপনারাও সমস্ত আচার ব্যবহারে পবিত্র হও; কেননা লেখা আছে, 'তোমরা পবিত্র হইবে, কারণ আমি পবিত্র'।" (১ পিতর ১:১৪-১৬) যে ব্যক্তিরা অপরিচ্ছন্নতা এবং অপরাধ অনু-শীলন করে তারা সম্পূর্ণ মণ্ডলীর উপর মালিন্যতা এবং যিহোবার অনুমোদহীনতা নিয়ে আসতে পারে যদি না তাদের সংশোধন করার অথবা সরিয়ে দেও-য়ার পদক্ষেপ নেওয়া হয়।—যিহোশূয় ৭ অধ্যায়ের সাথে তুলনা করুন।

প্রহরীদুর্গ ১০ ৪/১৫ ২১ অনু. ৮
অলীক বিষয়গুলো থেকে আপনার চোখ সরিয়ে নিন!

৮ সত্য খ্রিস্টানরা চক্ষুর ও মাংসের অভিলাষ থেকে মুক্ত নয়। তাই, ঈশ্বরের বাক্য আমা-দেরকে আমরা যা দেখি ও যে-বিষয়ের জন্য লালসা করি, সেই ক্ষেত্রে আত্মশাসন অনু-শীলন করার জন্য উৎসাহিত করে। (১ করি. ৯:২৫, ২৭; *পড়ুন, ১ যোহন ২:১৫-১৭.*) ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি ইয়োব ছিলেন এমন একজন, যিনি ক্রমা-গত দেখার ও লালসা করার মধ্যে যে-জোরালো সম্পর্ক রয়েছে, সেই বিষয়টা স্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "আমি নিজ চক্ষুর সহিত নিয়ম করিয়াছি; অতএব যুবতীর প্রতি কটাক্ষ-পাত কেন করিব?" (ইয়োব ৩১:১) ইয়োব একজন স্ত্রীলোককে অনৈতিকভাবে স্পর্শ করাকে কেবল প্রত্যাখ্যানই করেননি কিন্তু সেইসঙ্গে তার মনে এই ধরনের চিন্তাকে এমনকী স্থানও দেননি। মনকে যে অনৈতিক চিন্তাভাবনা থেকে বিশুদ্ধ রাখতে হবে, সেই সম্বন্ধে যিশু জোর দিয়েছিলেন, যখন তিনি বলেছিলেন: "যে কেহ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কাম-ভাবে দৃষ্টিপাত করে, সে তখনই মনে মনে তাহার সহিত ব্যভিচার করিল।"—মথি ৫:২৮.

আধ্যাত্মিক রত্ন

প্রহরীদুর্গ ১৫ ১১/১৫ ১৩ অনু. ২-৩
পাঠক-পাঠিকাদের থেকে প্রশ্নসকল

প্রাচীন কালে, সাধারণত কোনো সমৃদ্ধ নগর আক্রমণ করার আগে আক্রমণকারীরা সেই নগ-রের চারপাশ ঘেরাও করত। কোনো একটা নগর জয় করার আগে এই অবরুদ্ধ অবস্থা যত দিন ধরেই স্থায়ী হোক না কেন, জয় করার পর বিজয়ীরা নগরের ধনসম্পদ লুট করত আর সেই-সঙ্গে বেঁচে যাওয়া যেকোনো খাদ্যদ্রব্যও তারা নিয়ে নিত। কিন্তু, যিরীহোর ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রত্নতত্ত্ব-বিদরা প্রচুর পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য খুঁজে পেয়ে-ছেন। এই বিষয়ে *বাইবেল সম্বন্ধীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্যার পুনরালোচনা* (ইংরেজি) বই বলে: "ধ্বংসা-বশেষের মধ্যে মাটির পাত্র ছাড়াও সবচেয়ে বেশি আরও যে-সামগ্রী পাওয়া গিয়েছিল, তা হল খাদ্য-শস্য। . . . প্যালেস্টাইনের প্রত্নতত্ত্ব ইতিহাসে এটা এক অদ্বিতীয় বিষয়। সাধারণত একটা বা দুটো পাত্র ভরা খাদ্যশস্য হয়তো পাওয়া যেত, কিন্তু এত বিশাল পরিমাণ খাদ্যশস্য খুঁজে পাওয়া অস্বাভা-বিক ছিল।"

শাস্ত্রের বিবরণ অনুযায়ী, ইস্রায়েলীয়দের যিরীহো নগরের খাদ্যশস্য লুট না করার পিছনে এক উত্তম কারণ ছিল। যিহোবা তাদের খাদ্যশস্য লুট না করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। (যিহো. ৬:১৭, ১৮) ইস্রায়েলীয়রা বসন্ত কালে অর্থাৎ শস্য কাটার পর পরই নগর আক্রমণ করেছিল আর তাই সেই সময়ে সেখানে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য-শস্য ছিল। (যিহো. ৩:১৫-১৭; ৫:১০) যিরীহো নগরে যে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য রয়ে গিয়েছিল, এই

বিষয়টা ইঙ্গিত দেয়, ইস্রায়েলীয়রা অল্পসময়ের জন্য সেই নগর অবরোধ করেছিল, যেমনটা বাইবেলে বর্ণনা করা হয়েছে।

অক্টোবর ৪-১০

ঈশ্বরের বাক্যের গুপ্তধন | যিহোশূয়ের পুস্তক ৮-৯

"গিবিয়োনীয়দের বিবরণ থেকে আমরা যা শিখতে পারি"

প্রহরীদুর্গ ০৩ ৬/১৫ ১২ অনু. ৫

আমাদের পক্ষপাতহীন ঈশ্বর, যিহোবাকে অনুকরণ করুন

৫ এরপর, ইস্রায়েল নদীর নিকটবর্তী নিম্নভূমি থেকে সেই অঞ্চলের মধ্যবর্তী পাহাড়গুলোতে ওঠে। যিহোবার নির্দেশনায়, যিহোশূয় অয় নগরের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করার কৌশল ব্যবহার করেন। (যিহোশূয়ের পুস্তক ৮ অধ্যায়) পর পর পরাজিত হওয়ার ঘটনাগুলো অনেক কনানীয় রাজাদের যুদ্ধের জন্য একত্রিত হতে উদ্বুদ্ধ করে। (যিহোশূয়ের পুস্তক ৯:১, ২) পার্শ্ববর্তী গিবিয়োনের হিব্বীয় নগরের অধিবাসীরা অন্যরকম প্রতিক্রিয়া দেখায়। যিহোশূয়ের পুস্তক ৯:৪ পদ বলে, "তাহারাও চতুরতার সহিত কার্য্য করিল।" রাহবের মতো তারাও যিহোবা যে তাঁর লোকেদের যাত্রার সময় এবং সীহোন ও অগকে পরাজিত করার সময় উদ্ধার করেছেন, সেই বিষয়ে শুনেছিল। (যিহোশূয়ের পুস্তক ৯:৬-১০) গিবিয়োনীয়রা প্রতিরোধ করার নিষ্ফলতা সম্বন্ধে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। তাই, গিবিয়োন এবং নিকটবর্তী তিনটে নগর যেমন, কফরী, বেরোৎ এবং কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের পক্ষ থেকে তারা গিল্‌গলে যিহোশূয়ের কাছে বহু দূর দেশ থেকে এসেছে এমন ছদ্মবেশধারী প্রতিনিধিদের পাঠায়। সেই কৌশল সফল হয়েছিল। যিহোশূয় তাদের সঙ্গে এক চুক্তি করেছিলেন, যা তাদের রক্ষার বিষয়টাকে নিশ্চিত করেছিল। তিন দিন পরে যিহোশূয় এবং ইস্রায়েলীয়রা জানতে পেরেছিল যে, তাদের সঙ্গে ছলনা করা হয়েছে। কিন্তু তারা চুক্তি রাখবে বলে যিহোবার নামে দিব্য করেছিল আর তাই তারা তা রক্ষা করেছিল। (যিহোশূয়ের পুস্তক ৯:১৬-১৯) যিহোবা কি অনুমোদন করেছিলেন?

প্রহরীদুর্গ ১১ ১১/১৫ ৮ অনু. ১৪

"তোমার নিজ বিবেচনায় নির্ভর করিও না"

১৪ অসিদ্ধ হওয়ায় আমাদের সকলের—এমনকী অভিজ্ঞ প্রাচীনদেরও—বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় নির্দেশনার জন্য যিহোবার ওপর নির্ভর করতে ব্যর্থ হওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে। চতুর গিবিয়োনীয়রা যখন ছদ্মবেশ ধারণ করে এবং কোনো দূর দেশ থেকে আসার ভান করে মোশির উত্তরসূরী যিহোশূয় এবং ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গের কাছে এসেছিল, তখন যিহোশূয় এবং প্রাচীনবর্গ কেমন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন, তা বিবেচনা করুন। যিহোবার কাছে জিজ্ঞেস না করেই, যিহোশূয় এবং অন্যেরা নিজে নিজে গিবিয়োনীয়দের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছিল এবং তাদের সঙ্গে একটা নিয়ম বা চুক্তি করেছিল। এমনকী যদিও যিহোবা পরিশেষে এই চুক্তিকে সমর্থন করেছিলেন কিন্তু তিনি এই বিষয়টা নিশ্চিত করেছিলেন, যেন তাঁর নির্দেশনা অন্বেষণ করতে ব্যর্থ হওয়ার এই বিবরণটা আমাদের উপকারের জন্য শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়।—যিহো. ৯: ৩-৬, ১৪, ১৫.

প্রহরীদুর্গ ০৪ ১০/১৫ ১৮ অনু. ১৪

'এই দেশে পর্য্যটন কর'

১৪ সেই প্রতিনিধিরা বলেছিল: "আপনার দাস আমরা আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম শুনিয়া

অতি দূরদেশ হইতে আসিলাম।" (বাঁকা অক্ষরে মুদ্রণ আমাদের।) (যিহোশূয়ের পুস্তক ৯:৩-৯) তাদের কাপড়চোপড় এবং খাদ্যদ্রব্য দেখে নিশ্চিত মনে হয়েছিল যে, তারা দূর থেকে এসেছে কিন্তু আসলে তারা গিল্‌গল থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে গিবিয়োন থেকে এসেছিল। [১৯] তাদের কথা বিশ্বাস করে যিহোশূয় এবং অধ্যক্ষরা গিবিয়োন এবং গিবিয়োনের কাছাকাছি নগরগুলোর সঙ্গে শান্তিচুক্তি করেছিল। গিবিয়োনীয়দের কৌশল কি কেবল বিচার এড়ানোর একটা উপায় ছিল? এর বিপরীতে, এটা ইস্রায়েলের ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাওয়ার ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করেছিল। যিহোবা গিবিয়োনীয়দের "মণ্ডলীর ও সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদির নিমিত্ত কাষ্ঠছেদন ও জলবহন" করতে এবং পশুবলির বেদির জন্য কাঠ সংগ্রহের কাজ করতে অনুমোদন করেছিলেন। (যিহোশূয়ের পুস্তক ৯:১১-২৭) গিবিয়োনীয়রা যিহোবার সেবায় ক্রমাগত ছোট কাজগুলো করার এক ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। সম্ভবত, তাদের কেউ কেউ নথীনীয়দের মধ্যে ছিল, যারা বাবিল থেকে ফিরে এসেছিল এবং পূনর্নির্মিত মন্দিরে সেবা করেছিল। (ইষ্রা ২:১, ২, ৪৩-৫৪; ৮:২০) ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করে এবং তাঁর সেবায় এমনকি ছোট কাজগুলো করতে ইচ্ছুক হওয়ার মাধ্যমে আমরা তাদের মনোভাব অনুকরণ করতে পারি।

আধ্যাত্মিক রত্ন

***অন্তর্দৃষ্টি*-১ ১০৩০, ইংরেজি**
ঝোলানো

ইজরায়েলকে দেওয়া আইন অনুযায়ী কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে একজন অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পাশাপাশি তার মৃতদেহ পরে একটা দণ্ডে ঝুলিয়ে রাখা হত। যে-ব্যক্তিকে দণ্ডে ঝুলিয়ে রাখা হত, তাকে ঈশ্বর অভিশাপ দিয়েছেন বলে মনে করা হত। একজন ব্যক্তির মৃতদেহ ঝুলিয়ে রাখার পর যারা তাকে দেখত, তারা সাবধান হয়ে যেত।

অক্টোবর ১১-১৭

ঈশ্বরের বাক্যের গুপ্তধন | যিহোশূয়ের পুস্তক ১০–১১

"যিহোবা ইজরায়েলীয়দের পক্ষে যুদ্ধ করেন"

***প্রহরীদুর্গ ০৪* ১২/১ ১০ অনু. ১**
যিহোশূয়ের পুস্তকের প্রধান বিষয়গুলো

গিবিয়োন হল এক 'বৃহৎ নগর—অয় অপেক্ষাও বড়, আর তথাকার লোক হল বলবান।' (যিহোশূয়ের পুস্তক ১০:২) যিরীহো এবং অয় নগরের ওপর ইস্রায়েলের সাফল্য সম্বন্ধে শোনার পর, গিবিয়োনের লোকেরা তাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্থাপন করার বিষয়ে যিহোশূয়কে প্রতারিত করে। আশেপাশের জাতিগুলো এই দলত্যাগকে তাদের জন্য এক হুমকি হিসেবে দেখে। এই জাতিগুলোর মধ্যে থেকে পাঁচ জন রাজা একত্রে হাত মিলিয়ে গিবিয়োন আক্রমণ করে। ইস্রায়েল গিবিয়োনীয়দের উদ্ধার করে এবং আক্রমণকারীদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে। যিহোশূয়ের নেতৃত্বে ইস্রায়েলের অন্যান্য বিজয়লাভের অন্তর্ভুক্ত হল দক্ষিণ ও পশ্চিমের নগরগুলো আর সেইসঙ্গে উত্তরের রাজাদের জোটকে পরাজিত করা। যর্দনের পশ্চিমে যেসমস্ত রাজাকে পরাজিত করা হয়, তাদের মোট সংখ্যা হল ৩১ জন।

***অন্তর্দৃষ্টি*-১ ১০২০, ইংরেজি**
শিলা

যিহোবা ব্যবহার করেন। যিহোবা তাঁর প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করা এবং তাঁর মহাশক্তি দেখানোর জন্য কখনো কখনো শিলা ব্যবহার করেছেন। (গীত ১৪৮:১, ৮; যিশা ৩০:৩০; যাত্রা ৯:১৮-২৬; গীত ৭৮:৪৭, ৪৮; ১০৫:৩২, ৩৩) প্রতিজ্ঞাত দেশে ইজরায়েলীয়েরা যখন ইমোরীয়দের পাঁচ রাজার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য গিবিয়োনীয়দের সাহায্য করেছিল, তখন যিহোবা বড়ো বড়ো শিলা ব্যবহার করে

ইমোরীয়দের আঘাত করেছিলেন। ইজরায়েলের সঙ্গে এই যুদ্ধে যত লোক মারা গিয়েছিল, সেটার চেয়ে আরও বেশি লোক শিলার আঘাতে মারা গিয়েছিল।—যিহো ১০:৩-৭, ১১.

প্রহরীদুর্গ ০৪ ১২/১ ১১ অনু. ১
যিহোশূয়ের পুস্তকের প্রধান বিষয়গুলো

১০:১৩—কীভাবে এইরকম এক বিস্ময়কর ঘটনা সম্ভব হয়? "কোন কর্ম্ম কি সদাপ্রভুর অসাধ্য," যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? (আদি-পুস্তক ১৮:১৪) যিহোবা যদি চান, তা হলে তিনি পৃথিবীর গতিকে নিজের মতো করে কাজে লাগাতে পারেন যার ফলে একজন পার্থিব পর্যবেক্ষকের কাছে সূর্য ও চাঁদকে গতিহীন বলে মনে হবে। অথবা তিনি সূর্য ও চাঁদের রশ্মিকে এমনভাবে প্রতিসরণ করতে পারেন যে, এই দুটো জ্যোতিষ্ক থেকে আসা আলো ক্রমাগত দীপ্তি দিতে থাকবে কিন্তু সেইসঙ্গে পৃথিবী ও চাঁদের গতি অপরি-বর্তনীয় থাকবে। যাই হোক না কেন, মানব ইতি-হাসে "এমন আর কোন দিন হয় নাই।"—যিহো-শূয়ের পুস্তক ১০:১৪.

আধ্যাত্মিক রত্ন

প্রহরীদুর্গ ০৯ ৩/১৫ ৩২ অনু. ৫
পাঠক-পাঠিকাদের থেকে প্রশ্নসকল

বাইবেলে উল্লেখিত নির্দিষ্ট কিছু বই এবং সেগুলো যে ব্যবহারোপযোগী উৎস ছিল, এই বিষয়টা যেন আমাদের এই উপসংহারে পৌঁছাতে পরিচালিত না করে যে, এগুলো অনুপ্রাণিত। কিন্তু, যিহোবা ঈশ্বর 'আমাদের ঈশ্বরের বাক্যের' অন্তর্ভুক্ত সমস্ত লেখা সংরক্ষণ করেছেন আর এগুলো "চিরকাল থাকিবে।" (যিশা. ৪০:৮) হ্যাঁ, বাইবেলের ৬৬টি বইয়ে যিহোবা যা-কিছু অন্তর্ভুক্ত করা বেছে নিয়ে-ছেন, ঠিক সেগুলোই "পরিপক্ক, সমস্ত সৎকর্ম্মের জন্য সুসজ্জীভূত" হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়ো-জন।—২ তীম. ৩:১৬, ১৭.

অক্টোবর ১৮-২৪

ঈশ্বরের বাক্যের গুপ্তধন | যিহোশূয়ের পুস্তক ১২–১৪

"যিহোবাকে পূর্ণহৃদয়ে অনুসরণ করুন"

প্রহরীদুর্গ ০৪ ১২/১ ১২ অনু. ২
যিহোশূয়ের পুস্তকের প্রধান বিষয়গুলো

১৪:১০-১৩. কালেব ৮৫ বছর বয়স্ক হলেও হিব্রোণ অঞ্চলের লোকেদের তাড়িয়ে দেওয়ার এক কঠিন কার্যভার গ্রহণের অনুরোধ জানান। এই অঞ্চল অনাকীয়দের—অস্বাভাবিক আকৃতির লোকেদের —অধিকারে রয়েছে। যিহোবার সাহায্যে এই দক্ষ যোদ্ধারা সফল হয় এবং হিব্রোণ আশ্রয় নগর হয়। (যিহোশূয়ের পুস্তক ১৫:১৩-১৯; ২১:১১-১৩) কালে-বের উদাহরণ আমাদের কঠিন ঐশিক কার্যভার-গুলো এড়িয়ে না চলতে উৎসাহিত করে।

প্রহরীদুর্গ ০৬ ১০/১ ১৮ অনু. ১১
বিশ্বাস ও ঈশ্বরীয় ভয়ের দ্বারা সাহসী হওয়া

১১ এই ধরনের বিশ্বাস স্থিতিশীল নয়। এটা বৃদ্ধি পেতে থাকে, যখন আমরা সত্য অনুযায়ী জীবন-যাপন করি, উপকারগুলো "আস্বাদন" করি, আমাদের প্রার্থনাগুলোর উত্তর 'দেখি' ও অন্যান্য উপায়ে আমাদের জীবনে যিহোবার পরিচালনা অনুভব করি। (গীতসংহিতা ৩৪:৮; ১ যোহন ৫: ১৪, ১৫) আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি যে, যিহো-শূয় ও কালেবের বিশ্বাস আরও গভীর হয়েছিল যখন তারা ঈশ্বরের মঙ্গলভাব আস্বাদন করে দেখেছিল। (যিহোশূয়ের পুস্তক ২৩:১৪) এই বিষয়গুলো বিবেচনা করে দেখুন: ঈশ্বর যেমন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই অনুযায়ী তারা প্রান্তরে ৪০ বছরের যাত্রায় রক্ষা পেয়েছিল। (গণনা-পুস্তক ১৪:২৭-৩০; ৩২:১১, ১২) কনানের সঙ্গে ছয় বছরের লড়াইয়ে তারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। পরিশেষে, তাদেরকে দীর্ঘজী-

বন ও উত্তম স্বাস্থ্য দান করা হয়েছিল আর এমনকি তারা ব্যক্তিগত উত্তরাধিকার লাভ করেছিল। যারা বিশ্বস্ততা ও সাহসের সঙ্গে তাঁকে সেবা করে, তাদেরকে যিহোবা কতই না পুরস্কৃত করেন! —যিহোশূয়ের পুস্তক ১৪:৬, ৯-১৪; ১৯:৪৯, ৫০; ২৪:২৯.

আধ্যাত্মিক রত্ন

প্রহরীদুর্গ ০৮ ২/১৫ ২৬ অনু. ৩
ইস্রায়েলীয়দের ভুলগুলো থেকে শিখুন

প্রতিজ্ঞাত দেশে অধিকার লাভ করতে গিয়ে, ইস্রায়েলীয়রা প্রথমদিকের যুদ্ধগুলোতে সেখানকার অধিবাসীদের ওপর জয়লাভ করেছিল। কিন্তু, ইস্রায়েল সন্তানরা ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলো সম্পূর্ণরূপে পালন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তারা শত্রুদের অধিকারচ্যুত করেনি। (বিচার. ১:১–২:১০) এর বিপরীতে, ইস্রায়েলীয়রা যখন সেই দেশে বসবাসরত 'সাত জাতির' মধ্যে বাস করতে শুরু করেছিল, তখন সেই জাতিগুলোর লোকেদের সঙ্গে নিয়মিত সংস্পর্শ তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার দিকে পরিচালিত করেছিল। (দ্বিতী. ৭:১) এটা কীভাবে ইস্রায়েলীয়দের প্রভাবিত করেছিল? বাইবেল বলে: "তাহারা তাহাদের কন্যাগণকে বিবাহ করিত, তাহাদের পুত্রগণের সহিত আপন আপন কন্যাদের বিবাহ দিত ও তাহাদের দেবগণের সেবা করিত। আর ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিল, ও আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভুলিয়া গিয়া বাল দেবগণের ও আশেরা দেবীদের সেবা করিল।" (বিচার. ৩:৫-৭) সেই দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে ইস্রায়েলের লোকেদের ঘনিষ্ঠ মেলামেশা, পরজাতীয়দের বিবাহ করা এবং প্রতিমাপূজার দিকে পরিচালিত করেছিল। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর, ইস্রায়েলের সেই দেশ থেকে পৌত্তলিকদের অধিকারচ্যুত করার সম্ভাবনা কমে গিয়েছিল। সত্য উপাসনা কলুষিত হয়ে পড়েছিল আর স্বয়ং ইস্রায়েলীয়রা মিথ্যা দেবতাদের সেবা করতে শুরু করেছিল।

অক্টোবর ২৫-৩১

ঈশ্বরের বাক্যের গুপ্তধন | যিহোশূয়ের পুস্তক ১৫-১৭

"আপনার মূল্যবান উত্তরাধিকার রক্ষা করুন"

প্রহরীদুর্গ ০৪ ৫/১৫ ১১ অনু. ৮
বয়স্ক ব্যক্তিরা—আমাদের খ্রিস্টীয় ভ্রাতৃসমাজের মূল্যবান সদস্য

৮ বৃদ্ধাবস্থার বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, রাজ্যের প্রচার কাজ সাহসের সঙ্গে চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে বয়স্ক খ্রিস্টানরা বিশ্বস্ত ইস্রায়েলীয় কালেবের পদচিহ্ন অনুসরণ করছে, যিনি চার দশক ধরে প্রান্তরে মোশির সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। কালেব যখন জর্দন নদী পার হয়ে প্রতিজ্ঞাত দেশে যাচ্ছিলেন, তখন তার বয়স ছিল ৭৯ বছর। ছয় বছর ধরে ইস্রায়েলের বিজয়ী সেনাবাহিনীর একজন সৈন্য হিসেবে যুদ্ধ করার পর, তিনি তার অর্জিত সাফল্যে সন্তুষ্ট থাকতে পারতেন। কিন্তু না, তিনি সাহসের সঙ্গে যিহূদার পর্বতময় প্রদেশের 'বৃহৎ ও প্রাচীরবেষ্টিত নগর সকল' অধিকার করার কঠিন দায়িত্বের বিষয়ে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, যে-এলাকা অস্বাভাবিক আকৃতির লোক অনাকীয়দের ছিল। যিহোবার সাহায্যে কালেব "সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত" করেছিলেন। (যিহোশূয়ের পুস্তক ১৪:৯-১৪; ১৫:১৩, ১৪) নিশ্চিত থাকুন যে, বৃদ্ধ বয়সে রাজ্যের ফলগুলো উৎপন্ন করে চলার সময় যিহোবা আপনার সঙ্গে আছেন, ঠিক যেমন তিনি কালেবের সঙ্গে ছিলেন। আর আপনি যদি

বিশ্বস্ত থাকেন, তা হলে তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞাত নতুন জগতে আপনাকে স্থান দেবেন।—যিশাইয় ৪০:২৯-৩১; ২ পিতর ৩:১৩.

***অন্তর্দৃষ্টি*-১ ৮৪৮, ইংরেজি**
কর্মাধীন দাস

প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করার পর ইজরায়েলীয়েরা যিহোবার আদেশের বাধ্য হয়নি। দেশ থেকে সমস্ত কনানীয়দের দূর করে দেওয়ার এবং তাদের ধ্বংস করার পরিবর্তে, ইজরায়েলীয়েরা কনানীয়দের দাস হিসেবে রেখেছিল। এর পরিণতি কী হয়েছিল? ইজরায়েলীয়েরা মিথ্যা দেবতাদের উপাসনার করার ফাঁদে পড়েছিল। (যিহো ১৬:১০; বিচার ১:২৮; ২:৩, ১১, ১২)

***অন্তর্দৃষ্টি*-১ ৪০২ অনু. ৩, ইংরেজি**
কনান

মূল লড়াইয়ে যদিও অনেক কনানীয় রক্ষা পেয়েছিল, কিন্তু তারপরও বলা যেতে পারে যে, "সদাপ্রভু লোকদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে দেশের বিষয় দিব্য করিয়াছিলেন, সেই সমগ্র দেশ তিনি ইস্রায়েলকে দিলেন," তাদের "বিশ্রাম দিলেন" এবং "সদাপ্রভু ইস্রায়েলকুলের কাছে যে সকল মঙ্গলবাক্য বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটী বাক্যও নিষ্ফল হইল না; সকলই সফল হইল।" (যিহো ২১:৪৩-৪৫) ইজরায়েলীয়দের চারপাশের সমস্ত শত্রু তাদের ভয় পেত আর এই শত্রুরা তাদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে হুমকিস্বরূপ ছিল না। কিন্তু, যিহোবা ইজরায়েলীয়দের নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যে, তারা জয়ী হবে, যদিও কনানীয়দের বড়ো বড়ো এমন যুদ্ধাস্ত্র (চাকার মধ্যে লোহার কাস্তে লাগানো যুদ্ধের রথ) ছিল, যেগুলো দেখে ইজরায়েলীয়েরা ভয় পেত। (যিহো ১৭:১৬-১৮; বিচার ৪:১৩) ইজরায়েলীয়েরা কখনো কখনো হেরে গিয়েছিল। তবে, এর কারণ এই নয় যে, যিহোবা তাদের সাহায্য করেননি। বরং বিবরণ দেখায়, তারা তাদের অবিশ্বস্ততার কারণে হেরে গিয়েছিল।—গণনা ১৪:৪৪, ৪৫; যিহো ৭:১-১২.

আধ্যাত্মিক রত্ন

***প্রহরীদুর্গ* ১৫ ৭/১৫ ৩২**
আপনি কি জানতেন?

প্রাচীন ইস্রায়েলে কি বনভূমি ছিল, যেমনটা বাইবেলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে?

বাইবেল জানায়, প্রতিজ্ঞাত দেশের নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় বনভূমি ছিল এবং সেখানে "প্রচুর" গাছপালা ছিল। (১ রাজা. ১০:২৭; যিহো. ১৭:১৫, ১৮) তা সত্ত্বেও, বর্তমানে সেই দেশের বিরাট এলাকায় বনশূন্য অবস্থা দেখে, সেখানে আদৌ কখনো বনভূমি ছিল কি না, তা নিয়ে সন্দেহবাদীরা হয়তো প্রশ্ন তোলেন।

বাইবেলের সময়ে ইজরায়েলের জীবনযাত্রা (ইংরেজি) বইটা ব্যাখ্যা করে, "প্রাচীন ইজরায়েলে বর্তমান সময়ের চেয়ে যথেষ্ট বিস্তৃত বনভূমি ছিল।" সেই দেশের পার্বত্য এলাকা মূলত আলেপো পাইন (*পাইনাস হেল্‌পেন্‌সিস*), চিরহরিৎ ওক (*কোরকাস ক্যাল্লিপ্রিনোস*) ও তার্পিন (*পিসটেসিয়া প্যালেস্টিনা*) গাছে পরিপূর্ণ ছিল। নিম্নভূমিতে (*শিফালায়*) অর্থাৎ ভূমধ্যসাগরের উপকূল থেকে প্যালেস্টাইনের মধ্যবর্তী পার্বত্যাঞ্চলের মাঝখানে নীচু পার্বত্য এলাকায়, প্রচুর পরিমাণে সুকমোর বা ডুমুর (*ফাইকাস সিকামোরাস্*) গাছও ছিল।

বাইবেলের সময়ের গাছপালা (ইংরেজি) বইটা জানায়, ইজরায়েলের কোনো কোনো এলাকা বর্তমানে পুরোপুরি বনশূন্য হয়ে গিয়েছে। কেন এমনটা ঘটেছে? এটা যে ধীরে ধীরে ঘটেছে, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বইটা জানায়: "মানুষ মূলত নিজের চাষাবাদের এলাকা ও চারণভূমি বৃদ্ধি করার জন্য আর সেইসঙ্গে দালানকোঠার নির্মাণ সামগ্রী এবং আগুনের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য অনবরত প্রাকৃতিক বনভূমি নষ্ট করেছে।"

© 2021 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania